সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—সংখ্যা—৩১

বিষ্ণু-মূর্ত্তি-পরিচয়

(সচিত্র)

শ্রীবিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ

কলিকাতা
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৩১৭

মূল্য।৵০ ছয় আনা।
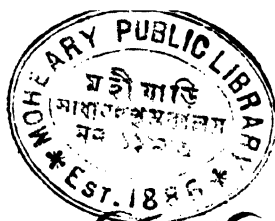
বিষ্ণু-মূর্ত্তি-পরিচয়

আমার প্রবন্ধের নামই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কতকটা ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। বিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম এক মূর্ত্তি। বৈদিক যুগ হইতে অবতরণ করিতে করিতে আমরা বিষ্ণুসম্বন্ধে নানারূপ উপাখ্যান শুনিয়া আসিতেছি; কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিবিধ নাম ও কার্য্য-কলাপের কাহিনী প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। বিষ্ণু বলিতে কোন্ দেবতাকে বুঝাইত, কাহাকে আমরা 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' বলিয়া জানিতাম, তাহা অনেকদিন হইতেই অতীতের অন্ধকারময় অন্তরালে বিলীন অবস্থায় রহিয়াছে। এ প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নহে যে এখন তাঁহাকে বর্ত্তমান করিয়া দেখান যাইবে। তবে পরবর্ত্তী যুগে যখন বিষ্ণু সাকার হইতে থাকিলেন, যখন কেশব নারায়ণ মাধব মধুসূদন ইত্যাদি বিবিধ নাম গ্রহণ করিতে থাকিলেন, তখন কেমন হইলে কেশব হয়, কেমন হইলে নারায়ণ হয়, ইত্যাদির একটা বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। সেই সব বিবরণের অনুসন্ধান করিয়া একস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া কেশব নারায়ণ ইত্যাদির পরিচয়করণই প্রবন্ধর উদ্দেশ্য। আমি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এই প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশিত হইল। আমার প্রার্থনা,—এই অনুসন্ধানকার্য্যে

দেশের অনুসন্ধিৎসু মহাজনগণ যেন সহায়তা করিয়া ইহার কলেবর ক্রমে ক্রমে পুষ্ট করেন।

আমি নিম্নলিখিত গ্রন্থনিচয় হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি :—

অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হেমাদ্রি, শব্দকল্পদ্রুম, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, Cunningham's Numismatic Chronicle, বিষ্ণুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ।

এ প্রবন্ধে বিষ্ণুমূর্ত্তির পরিচায়ক বিবরণ অনুসারে বিষ্ণুমূর্ত্তিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি :—১ম চতুর্বিংশতিমূর্ত্তি ; ২য় চতুর্মূর্ত্তি ; ৩য় বিশেষ মূর্ত্তি ; ৪র্থ সাধারণ মূর্ত্তি।

চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, উপেন্দ্র, জনার্দ্দন, হরি ও কৃষ্ণ।

চতুর্মূর্ত্তি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

বিশেষমূর্ত্তি বলিতে চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তি ও চতুর্মূর্ত্তি ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত অন্য নামযুক্ত মূর্ত্তি অথবা তদ্‌ভুক্তনামযুক্ত মূর্ত্তি।

সাধারণমূর্ত্তি বলিতে যাহার কোন বিশেষ নাম নাই ও যাহা চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তির ও চতুর্মূর্ত্তির অন্তর্গত নহে, অথচ যাহা বিষ্ণুমূর্ত্তি।

এখন এখানে আমাকে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের কথা বলিতে হইবে। বিষ্ণুমূর্ত্তির পরিচায়ক প্রমাণ যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাদের এক একটীর সহিত সূক্ষ্মরূপে মিলাইয়া দেখিতে গেলে এমন বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রায় দেখা যায়না, যাহা প্রমাণের সহিত ঠিক্ মিলিয়া যায়। কলিকাতার যাদুঘরে অনেক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে, কিন্তু আমার প্রবন্ধলিখিত

প্রমাণাবলীর সহিত কাহারও সূক্ষ্মরূপে মিল হয় না। কয়েকখানি প্রতিকৃতি এই প্রসঙ্গে প্রকাশ করিব; দেখাইয়া দিব, কোন খানিরই সহিত সূক্ষ্মরূপে কোন প্রমাণের মিল হইবে না। ইহার কারণ যে কি তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। তবে আমার মনে হয় মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা স্থপতিরা বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণের সময় শাস্ত্রবচন সম্মুখে ধরিয়া রাখিত না। বিষ্ণুর শঙ্খচক্রাদি ধারণরূপ ব্যাপার সাধারণতঃ হিন্দুমাত্রেরই বিদিত, সেই সাধারণজ্ঞান অনুসারেই স্থপতিরা বোধ হয় বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত। যাহাই হউক, প্রতিকৃতিগুলির বিবরণে আমি আমার শাস্ত্রপ্রমাণের প্রধান অংশটুকুই গ্রহণ করিব; অর্থাৎ যে মূর্ত্তিতে যে প্রমাণের কোন প্রধান অংশ আছে বলিয়া দেখিব, সেই মূর্ত্তিকে সেই প্রমাণ অনুসারে সেই নামেই অভিহিত করিব।

---

(১)

অগ্নিপুরাণধৃত

চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তি

অগ্নিপুরাণের ৪৮ অধ্যায়ে বিষ্ণুর চতুর্বিংশতিপ্রকার মূর্ত্তির উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

ওঁরূপঃ **কেশবঃ** পদ্মশঙ্খচক্রগদাধরঃ।
নারায়ণঃ শঙ্খপদ্মগদাচক্রী প্রদক্ষিণম্॥ ১
ততো গদী **মাধবো** হরিশঙ্খপদ্মী নমামি তম্।
চক্রকৌমোদকীপদ্মশঙ্খী **গোবিন্দ** ঊর্জিতঃ॥ ২

মোক্ষদঃ শ্রীগদী পদ্মী শঙ্খী **বিষ্ণুশ্চ** চক্রধৃক্।
শঙ্খচক্রাব্জগদিনং **মধুসূদন**মানমে ॥ ৩
ভক্ত্যা **ত্রিবিক্রমঃ** পদ্মগদী চক্রী চ শঙ্খ্যপি।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মী **বামনঃ** পাতু মাং সদা ॥ ৪
গতিদঃ **শ্রীধরঃ** পদ্মী [১]চক্রশার্ঙ্গী চ শঙ্খ্যপি।
হৃষীকেশো গদাচক্রী পদ্মী শঙ্খী চ পাতু নঃ ॥ ৫
বরদঃ **পদ্মনাভস্তু** শঙ্খাব্জারিগদাধরঃ।
দামোদরঃ পদ্মশঙ্খগদাচক্রী নমামি তম্ ॥ ৬
তেনে গদী শঙ্খচক্রী **বাসুদেবো**ঽব্জভৃজ্জগৎ।
সঙ্কর্ষণো গদী শঙ্খী পদ্মী চক্রী চ পাতু বঃ ॥ ৭
গদী চক্রী শঙ্খগদী[২] **প্রদ্যুম্নঃ** পদ্মভৃৎ প্রভুঃ।
অনিরুদ্ধশ্চক্রগদী শঙ্খী পদ্মী চ পাতু নঃ ॥ ৮
সুরেশোঽর্য্যব্জশঙ্খাঢ্যঃ শ্রীগদী **পুরুষোত্তমঃ**।
অধোক্ষজঃ পদ্মগদী শঙ্খী চক্রী চ পাতু বঃ ॥ ৯
দেবো **নৃসিংহ**শ্চক্রাব্জগদাশঙ্খী নমামি তম্।
অচ্যুতঃ শ্রীগদী পদ্মী চক্রী শঙ্খী চ পাতু বঃ ॥ ১০
বালরূপী শঙ্খগদী **উপেন্দ্র**শ্চক্রপদ্ম্যপি।
জনার্দ্দনঃ পদ্মচক্রী শঙ্খধারী গদাধরঃ ॥ ১১
শঙ্খী পদ্মী চ চক্রী চ **হরিঃ** কৌমোদকীধরঃ।
কৃষ্ণঃ শঙ্খী গদী পদ্মী চক্রী মে ভুক্তিমুক্তিদঃ ॥ ১২

উপরে ও নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোক মধ্যে 'অরী' শব্দে অরযুক্ত চক্র বুঝাইতেছে।

---

(১) পাঠান্তর—চক্রগদাথ শঙ্খ্যপি।
(২) পাঠান্তর—শঙ্খপদ্মী।

উল্লিখিত পৌরাণিক শ্লোকাবলি অনুসারে চতুর্বিংশতিপ্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তির নিম্নলিখিত চতুর্বিংশতি নাম :

(১) কেশব (২) নারায়ণ (৩) মাধব (৪) গোবিন্দ (৫) বিষ্ণু (৬) মধুসূদন (৭) ত্রিবিক্রম (৮) বামন (৯) শ্রীধর (১০) হৃষীকেশ (১১) পদ্মনাভ (১২) দামোদর (১৩) বাসুদেব (১৪) সঙ্কর্ষণ (১৫) প্রদ্যুম্ন (১৬) অনিরুদ্ধ (১৭) পুরুষোত্তম (১৮) অধোক্ষজ (১৯) নৃসিংহ (২০) অচ্যুত (২১) উপেন্দ্র (২২) জনার্দ্দন (২৩) হরি (২৪) কৃষ্ণ।

অগ্নিপুরাণের মতে উল্লিখিত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তিতে শঙ্খচক্রগদাপদ্মের স্থাপনানুসারে তত্তন্মূর্ত্তির পরিচয় করিতে হইবে। উল্লিখিত শ্লোকাবলির প্রথম শ্লোকস্থিত "প্রদক্ষিণম্" এই কথাটী অপরাপর সকল শ্লোকেই গ্রহণ করিতে হইবে। "প্রদক্ষিণম্" এর অর্থ দক্ষিণদিক্ হইতে, অর্থাৎ, সম্মুখে দণ্ডায়মান চতুর্হস্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির দক্ষিণদিকের অধঃস্থ হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া। তাহা হইলে প্রত্যেক মূর্ত্তির শঙ্খাদিস্থাপনায় ক্রম নিম্নলিখিতরূপ হইতেছে।

নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
১। কেশব	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা
২। নারায়ণ	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	চক্র
৩। মাধব	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
৪। গোবিন্দ	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৫। বিষ্ণু	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
৬। মধুসূদন	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা

	নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
৭।	ত্রিবিক্রম	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ
৮।	বামন	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
৯।	শ্রীধর	পদ্ম	চক্র	শার্ঙ্গধনু	শঙ্খ
	অথবা পাঠান্তর-মতে	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ
১০।	হৃষীকেশ	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ
১১।	পদ্মনাভ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
১২।	দামোদর	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
১৩।	বাসুদেব	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম
১৪।	সঙ্কর্ষণ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
১৫।	প্রদ্যুম্ন[১]	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
১৬।	অনিরুদ্ধ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১৭।	পুরুষোত্তম	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
১৮।	অধোক্ষজ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
১৯।	নৃসিংহ	চক্র	পদ্ম	গদা	শঙ্খ
২০।	অচ্যুত	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ
২১।	উপেন্দ্র[২]	শঙ্খ	গদা	চক্র	পদ্ম
২২।	জনার্দ্দন	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা

(১) প্রদ্যুম্নের পরিচায়ক শ্লোকাংশটীর মূলে ধৃত ও পাঠান্তরে ধৃত উভয়বিধ পাঠেই গোল আছে। মূলে দুবার "[illegible]" কথার অর্থ হয় না। পাঠান্তরের পাঠ ধরিলে "পদ্মভৃৎ" এর অর্থে [illegible]োল বাধে।

(২) ইঁহাকে বালরূপী বলা হইয়াছে। বালরূপী বলিতে মনে হয় উপেন্দ্রের মূর্ত্তিতে স্থপতি যেন বালভাব মাখাইয়া রাখেন।

নাম.	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
২৩। হরি	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
২৪। কৃষ্ণ[১]	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র

এই গেল মূলমূর্ত্তির বর্ণনা। মূলমূর্ত্তি কখনও একাকী কখনও বা সঙ্গিসমেত দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এখানে এই সকল মূর্ত্তির সমভিব্যাহারীর কোন উল্লেখ না থাকিলেও প্রতিমায় তাহার উপস্থিতি দেখিলে অন্যান্য প্রমাণোল্লিখিত বিষ্ণুর সমভিব্যাহারী অনুসারেই তাহাদের পরিচয় করিয়া লইতে হইবে।

---

(২)

পদ্মপুরাণধৃত

চতুর্বিংশতিমূর্ত্তি

পদ্মপুরাণে ৭৮ অধ্যায়ে আবার নিম্নলিখিতরূপ বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি মূর্ত্তির পরিচায়ক বর্ণনা দেখা যায়।

কেশবাদেশ্চতুর্বাহো দক্ষিণোর্দ্ধকরক্রমাৎ ॥ ১৬
শঙ্খচক্রগদাপদ্মী **কেশবাখ্যো** গদাধরঃ।
নারায়ণঃ পদ্মগদাচক্রশঙ্খায়ুধৈঃ ক্রমাৎ ॥ ১৭
মাধবশ্চক্রশঙ্খাভ্যাং পদ্মেন গদয়া ভবেৎ।
গদাব্জশঙ্খী চক্রী বা **গোবিন্দাখ্যো** গদাধরঃ॥ ১৮
পদ্মশঙ্খারিগদিনে **বিষ্ণু**রূপায় বৈ নমঃ।
সশঙ্খাব্জগদাচক্র **মধুসূদন** মূর্ত্তয়ে ॥ ১৯

---

(১) এ কৃষ্ণ বিষ্ণুর রূপান্তর মাত্র; ইনি বাঁকা মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ নহেন।

নমো গদারিশঙ্খাব্জ-যুক্ত **ত্রিবিক্রমায়** চ।
সারিকৌমোদকীপদ্মশঙ্খ **বামন**-মূর্ত্তয়ে ॥ ২০
চক্রাব্জশঙ্খগদিনে নমঃ **শ্রীধর**-মূর্ত্তয়ে।
হৃষীকেশ সারিগদাশঙ্খপদ্মিন্ নমোঽস্তু তে ॥ ২১
সাব্জশঙ্খগদাচক্র **পদ্মনাভ** স্বমূর্ত্তয়ে।
দামোদর শঙ্খগদাচক্রপদ্মিন্ নমোঽস্তু তে ॥ ২২
শঙ্খাব্জচক্রগদিনে নমঃ **সঙ্কর্ষণায়** চ।
সারিশঙ্খগদাব্জায় **বাসুদেব** নমোঽস্তু তে ॥ ২৩
শঙ্খচক্রগদাব্জাদিধৃত **প্রদ্যুম্ন**-মূর্ত্তয়ে।
নমোঽ**নিরুদ্ধায়** গদাশঙ্খাব্জারিবিধারিণে ॥ ২৪
সাব্জশঙ্খগদাচক্র **পুরুষোত্তম**-মূর্ত্তয়ে।
নমোঽ**ধোক্ষজ**-রূপায় গদাশঙ্খারিপদ্মিনে ॥ ২৫
নৃসিংহ-মূর্ত্তয়ে পদ্মগদাশঙ্খারিধারিণে।
পদ্মারিশঙ্খগদিনে নমোঽস্ত্ব**চ্যুত**মূর্ত্তয়ে ॥ ২৬
গদাব্জারিসশঙ্খায় নমঃ **শ্রীকৃষ্ণ**মূর্ত্তয়ে।

পুরাণকারের উদ্দেশ্য চতুর্বিংশতিপ্রকার মূর্ত্তির কথাই বলা। মূলে কিন্তু উপেন্দ্র জনার্দ্দন ও হরি এই তিন মূর্ত্তির বর্ণনা নাই। সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদে ইহা ঘটিয়া থাকিবে। পদ্মপুরাণের ক্রম দক্ষিণোর্দ্ধ হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া। তাহা হইলে শঙ্খাদি স্থাপনা দাঁড়ায় এইরূপ :—

নাম	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ	দক্ষিণাধঃ
১। কেশব	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম
২। নারায়ণ	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ
৩। মাধব	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	গদা

নাম	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ	দক্ষিণাধঃ
৪। গোবিন্দ	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
৫। বিষ্ণু	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা
৬। মধুসূদন	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	চক্র
৭। ত্রিবিক্রম	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
৮। বামন	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৯। শ্রীধর	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
১০। হৃষীকেশ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১১। পদ্মনাভ	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
১২। দামোদর	শঙ্খ	গদা	চক্র	পদ্ম
১৩। সঙ্কর্ষণ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
১৪। বাসুদেব	চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম
১৫। প্রদ্যুম্ন	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম
১৬। অনিরুদ্ধ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
১৭। পুরুষোত্তম	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
১৮। অধোক্ষজ	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম
১৯। নৃসিংহ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
২০। অচ্যুত	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা
২১। কৃষ্ণ	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ

এই পদ্মপুরাণবর্ণিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে মধুসূদন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও নৃসিংহ ইহাদের শঙ্খাদি স্থাপনা অগ্নিপুরাণের ৪৮ অধ্যায় কথিত স্থাপনা হইতে পৃথক্। অতএব ইহাদের মূর্ত্তিপরিচয় করিতে হইলে আমাদিগকে এই উভয় পুরাণোক্ত বর্ণনার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। যে মূর্ত্তি যাহার

সহিত মিলিবে, তদনুসারেই তাহার নামকরণ করিতে হইবে। পদ্মপুরাণোক্ত কেশব ও প্রদ্যুম্ন শঙ্খাদি ধারণে অভিন্ন, অতএব বুঝিতে হইবে ইহাতেও কোনরূপ লিপিকরপ্রমাদ ঘটিয়া গিয়াছে।

---

(৩)

হেমাদ্রিধৃত

চতুর্বিংশতিমূর্ত্তি

সিদ্ধার্থসংহিতায়াম্

বাসুদেবো গদাশঙ্খচক্রপদ্মধরো মতঃ।
পদ্মং শঙ্খং গদাং চক্রং ধত্তে **নারায়ণঃ** ক্রমাৎ॥
গদাং চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি **মাধবঃ**।
চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ **পুরুষোত্তমঃ**॥
পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তে **অধোক্ষজঃ**।
সঙ্কর্ষণো গদাশঙ্খপদ্মচক্রধরঃ স্মৃতঃ॥
চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ **গোবিন্দো** ধরতে ভুজৈঃ।
গদাং পদ্মং তথা শঙ্খং চক্রং **বিষ্ণুর্**বিভর্ত্তি যঃ॥
চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ **মধুসূদনঃ**।
গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তে**হচ্যুতঃ** সদা॥
পদ্মং কৌমোদকীং চক্র**মুপেন্দ্রঃ** শঙ্খমুদ্বহেৎ।
চক্রশঙ্খগদাপদ্মধরঃ **প্রদ্যুম্ন** উচ্যতে॥
পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তে **ত্রিবিক্রমঃ**।
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং **বামনো** বহতে সদা॥

পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং **শ্রীধরো** ধরতে ভুজৈঃ।
চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং **নরসিংহো** বিভর্ত্তি যঃ॥
পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে **জনার্দ্দনঃ**।
অনিরুদ্ধশ্চক্রগদাশঙ্খপদ্মলসদ্‌ভুজঃ॥
হৃষীকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খঞ্চ ধারয়েৎ।
পদ্মনাভো বহেচ্ছঙ্খং পদ্মং চক্রং গদাং তথা॥
পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে **দামোদর**স্তথা।
শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো **হরিঃ**॥
শঙ্খং কৌমোদকীং পদ্মং চক্রং **বিষ্ণু**র্বিভর্ত্তি যঃ।
এতাশ্চ মূর্ত্তয়ো জ্ঞেয়া দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ॥

(ব্রতখণ্ড ১ম অধ্যায়—বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত—১১৪-১১৫ পত্র)

হেমাদ্রিধৃত সিদ্ধার্থসংহিতার উক্ত শ্লোকাবলীতে চতুর্বিংশতি স্থলে দ্বাবিংশতি মূর্ত্তির নাম পাওয়া যায়। বিষ্ণুর নাম বারদ্বয় উল্লিখিত থাকায় ত্রয়োবিংশতি হয় মাত্র। এ দোষও বোধ হয় লিপিকর প্রমাদে ঘটিয়া আসিতেছে। বিশুদ্ধ হস্তলিখিত পুস্তক যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত এ দোষ সংশোধিত হইয়া যাইতে পারে।

দক্ষিণাধঃকরক্রমানুসারে শঙ্খাদি স্থাপন করিলে সিদ্ধার্থ-সংহিতার চতুর্বিংশতি মূর্ত্তি নিম্নলিখিতরূপে পরিচিত হইতে পারে—

নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
১। বাসুদেব	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম
২। নারায়ণ	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
৩। মাধব	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম

নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
৪। পুরুষোত্তম	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
৫। অধোক্ষজ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
৬। সঙ্কর্ষণ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
৭। গোবিন্দ	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৮। বিষ্ণু	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
৯। মধুসূদন	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	গদা
১০। অচ্যুত	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ
১১। উপেন্দ্র	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ
১২। প্রদ্যুম্ন	চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম
১৩। ত্রিবিক্রম	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
১৪। বামন	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম
১৫। শ্রীধর	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ
১৬। নরসিংহ	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	—
১৭। জনার্দ্দন	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা
১৮। অনিরুদ্ধ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১৯। হৃষীকেশ	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ
২০। পদ্মনাভ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
২১। দামোদর	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ
২২। হরি	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
২৩। বিষ্ণু	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র

সিদ্ধার্থসংহিতার এই বর্ণনায় অধোক্ষজে ও ত্রিবিক্রমে এবং
পদ্মং কৌমোদকীং
শ্রীধরে ও দামোদরে কোন প্রভেদ নাই।

চতুর্মূর্ত্তি

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির মধ্যে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি মূর্ত্তির পুরাণ তন্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিশেষরূপ উপাসনার উল্লেখ দেখা যায়। তাই চতুর্ম্মূর্ত্তিনামে ইঁহাদের একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় করা হইল।

বাসুদেব

(ক) শব্দকল্পদ্রুম-কথিত কালিকাপুরাণ ৮২ অধ্যায়স্থিত শ্লোকাবলি অনুসারে বাসুদেবকে দেখা যায়—

পূর্ণচন্দ্রোপমঃ শুক্লঃ পক্ষিরাজোপরি স্থিতঃ।
চতুর্ভুজঃ পীতবস্ত্রৈস্ত্রিভিঃ সংবীতদেহভৃৎ।
দক্ষিণোর্দ্ধে গদাং ধত্তে তদধো বিকচাম্বুজম্।
বামোর্দ্ধে চক্রমত্যুগ্রং ধত্তেঽধঃ শঙ্খমেব চ।
শ্রীবৎসবক্ষাঃ সততং কৌস্তুভং হৃদি চাদ্ভুতম্।
ধত্তে কক্ষে হ্যধো বামে তূণীরং বাণপূরিতম্।
দক্ষিণে কোষগং খড়্গং নন্দকং সশরাসনম্।
শীর্ষে কিরীটং সদ্যোতং কর্ণয়োঃ কুণ্ডলদ্বয়ম্।
আজানুলম্বিনীং চিত্রাং স্বর্ণমালাং গলস্থিতাম্।
দধানং দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রতম্।
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ্ বরদং হরিম্।

(শব্দকল্পদ্রুমে বাসুদেব দ্রষ্টব্য)

কালিকাপুরাণের বাসুদেবে ও অগ্নিপুরাণ পদ্মপুরাণ ও

হেমাদ্রিধৃত সিদ্ধার্থ-সংহিতার বাসুদেবে অপরাপর পার্থক্য ছাড়িয়া দিলেও শঙ্খাদি স্থাপনারই পার্থক্য দেখা যায়।

কালিকাপুরাণের বাসুদেব দক্ষিণাধঃ পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, বামোর্দ্ধে চক্র, বামাধঃ শঙ্খ ধারণ করিয়া থাকেন। এরূপ ক্রমে অগ্নিপুরাণাদির কাহারও বাসুদেব শঙ্খাদি ধারণ করেন না। এই বাসুদেবকে চিনিতে হইলে ইহাঁর অপরাপর বর্ণনা হইতে চিনিতে হইবে।

(খ) শব্দকল্পদ্রুমের উল্লেখানুসারে বাসুদেবের আর এক প্রকার মূর্ত্তি দেখা যায়। যথা—

নীলোৎপলদলশ্যামং তথৈব চ চতুর্ভুজম্।
দক্ষিণোর্দ্ধে স্থিতং পদ্মং গদাঞ্চাধঃ প্রচোদয়েৎ ॥
বামেঽধশ্চক্রমতুলমূর্দ্ধে শঙ্খঞ্চ বিভ্রতম্।
চিন্তয়েদ্ বরদং দেবং সর্ব্বমন্যচ্চ পূর্ব্ববৎ ॥

শব্দকল্পদ্রুম বলেন ইহাও কালিকাপুরাণের ৮২ অধ্যায়ের। ইহাতে দেখা যায়—

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র

কালিকাপুরাণের এই উভয়বিধ বাসুদেবের মধ্যে প্রথমোক্ত বাসুদেবের শঙ্খাদি স্থাপনা অগ্নিপুরাণের ত্রিবিক্রমের অনুরূপ হইলেও কালিকাপুরাণের বাসুদেব "পক্ষিরাজোপরি স্থিতঃ" ইহা থাকায় এবং খড়্গ তীর ও ধনুক ধারণ করায় ত্রিবিক্রমের সহিত ইহাঁর মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

(গ) দক্ষিণোর্দ্ধে গদা বামে বামোর্দ্ধে চক্রমুত্তমম্॥ ১০
ব্রহ্মেশৌ পার্শ্বগৌ নিত্যং বাসুদেবোঽস্তি পূর্ব্ববৎ।

অগ্নিপুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে এই একরূপ বাসুদেব দেখা যায়। উভয় শ্লোকের অর্দ্ধাংশ লইয়া জাত এই শ্লোকের অর্থ একটু গোলমেলে। ইহার "বামে" এই শব্দটির অর্থ সমস্যাময়। আমি ইহার এইরূপ অর্থ করি ঃ—বাসুদেব কি প্রকার? না তাঁহার নিত্যপার্শ্বচর ব্রহ্মা ও ঈশ (মহাদেব); আর তিনি দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে ধরেন গদা, ও বামোর্দ্ধে ধরেন চক্র, এবং বামে (বামশব্দের অর্থ প্রতিকূল ধরিয়া) কি না বামোর্দ্ধের প্রতিকূল হস্তে অর্থাৎ বামাধোহস্তে ধরেন "পূর্ব্ববৎ" অর্থাৎ ৪৮ অধ্যায়ে বর্ণিত বাসুদেব মুর্ত্তির মত বামাধোহস্তে ধরেন পদ্ম। এই বর্ণনায় শঙ্খের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার মতে বাসুদেব হইতেছেন এইরূপ ঃ—

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
০	গদা	চক্র	পদ্ম

এখানকার এই "বামে" শব্দটি "বামোর্দ্ধে" শব্দেরই সহিত অন্বিত বলিবার হেতু এই যে "দক্ষিণোর্দ্ধে" শব্দের সহিত ইহা লাগাইতে গেলে "পূর্ব্ববৎ"এর অর্থ হয় না। "পূর্ব্ববৎ"এর অর্থ যখন ৪৮ অধ্যায়ে বর্ণিত বাসুদেবমূর্ত্তির মত,—ইহা ব্যতীত অন্য অর্থ সঙ্গত হয় না,—তখন দক্ষিণোর্দ্ধের বামে অর্থাৎ দক্ষিণাধো হস্তে "পূর্ব্ববৎ" বলিলে সেই গদাই আসিয়া পড়ে (উল্লিখিত তালিকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং (গ) নিয়মানুযায়িক বাসুদেব মূর্ত্তির দক্ষিণাধো হস্তে কিছুই দেওয়া চলে না।

(ঘ) দক্ষিণে তু করে চক্রমধস্তাৎ পদ্মমেব চ।
বামে শঙ্খং গদাধস্তাৎ বাসুদেবস্য লক্ষণাৎ॥ ৪৭
শ্রী-পুষ্টী চাপি কর্ত্তব্যে পদ্মবীণাকরান্বিতে।
উরুমাত্রোচ্ছ্রিতায়ামে———— ——॥ ৪৮

অগ্নিপুরাণের ৪৪ অধ্যায়ে এই আর একরূপ বাসুদেব মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা

এই বাসুদেব কিন্তু চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার বিষ্ণু মূর্ত্তির অন্তর্গত জনার্দ্দন মূর্ত্তির অনুরূপে পদ্মাদি ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহাতে আর ইঁহাতে প্রভেদ করিবার সময় আমাদের এই বাসুদেবের সঙ্গিনী দুটিকে স্মরণ করিতে হইবে। পদ্মহস্তা শ্রী ও বীণাহস্তা পুষ্টি যাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিবেন, তিনি জনার্দ্দনের মত পদ্ম চক্র শঙ্খ ও গদা ধারণ করিয়া থাকিলেও তাঁহাকে আমরা বাসুদেব বলিয়াই বিবেচনা করিব। অন্যথা তিনি জনার্দ্দন।

(ঙ) পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডের ৭৮ অধ্যায়ে আমরা কিন্তু আর এক বাসুদেবকে পাই, যাঁহার পদ্মাদি ধারণ অগ্নিপুরাণের ৪৮ অধ্যায়বর্ণিত জনার্দ্দনের অনুরূপ। যথা—

কেশবাদেশ্চতুর্বাহো দক্ষিণোর্দ্ধকরক্রমাৎ॥ ১৬

* * * *

সারিশঙ্খগদাব্জায় বাসুদেব নমোঽস্তু তে॥ ২৩

এই বচনানুসারে এই বাসুদেব দক্ষিণোর্দ্ধকরক্রমে চক্র শঙ্খ গদা ও পদ্ম ধরিয়া থাকেন। তাহা হইলে ইনি হইলেন :—

দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ	দক্ষিণাধঃ
চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম

এইরূপ চক্রাদি স্থাপনাই জনার্দ্দনের হইবে বলিয়া অগ্নি-পুরাণ বলিয়া থাকেন। অগ্নিপুরাণের জনার্দ্দন, দক্ষিণাবর্ত্তে

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা

পদ্মপুরাণ কোন সঙ্গীর উল্লেখ করেন নাই যে তাহার বলে ইহার সামঞ্জস্য হইতে পারে। সুতরাং ক, খ, গ ও ঘ বাসুদেব-মূর্ত্তি ভিন্ন যদি এমন মূর্ত্তি পাওয়া যায় যে তাহা ঙ অনুসারে বাসুদেব ও অগ্নিপুরাণের ৪৮ অধ্যায়ানুসারে জনার্দ্দন, সেখানে গোলমাল থাকিয়াই গেল।

(চ) পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডের ৮৬ অধ্যায়ে আর এক বাসু-দেবকে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

স তস্মাদ্ বাসুদেবেতি উচ্যতে মম নন্দনঃ ॥ ৭৯

*　　*　　*　　*

সূর্য্যতেজঃ-প্রতীকাশং চতুর্বাহুং সুরেশ্বরম্ ॥ ৮০
দক্ষিণে শোভতে শঙ্খো হেমরত্ন-বিভূষিতঃ।
সূর্য্যবিম্বসমাকারং চক্রং পদ্ম-প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮১
কৌমোদকী গদা তস্য মহাসুরবিনাশিনী।
বামে চ শোভতে বৎস করে তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮২
মহাপদ্মং তু গন্ধাঢ্যং তস্য দক্ষিণহস্তগম্।

এই বাসুদেব দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে (উর্দ্ধ বা অধঃ তাহার নির্দ্দেশ নাই) ধরেন শঙ্খ এবং পদ্ম, ও বামহস্তদ্বয়ে গদা ও চক্র। ইঁহার বিশেষত্ব এই যে ইঁহার চক্র পদ্মের উপর থাকিবে ও তাহা সূর্য্য-বিম্বের মত উজ্জল ও গোলাকার হইবে, এবং ইঁহার শঙ্খও হেমরত্নে বিভূষিত হইবে।

(ছ) অগ্নিপুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে এক দ্বিভুজ বাসুদেব দেখিতে পাওয়া যায়। গ বাসুদেবের বচনের সহিত সে প্রমাণটি একত্র গ্রথিত। যথাঃ—

দক্ষিণোর্দ্ধে * * পূর্ব্ববৎ। (গ বাসুদেব দ্রষ্টব্য)
শঙ্খী স বরদো বাথ দ্বিভুজো বা * * ॥ ১১

এক হাতে শঙ্খ ও অপর হাত বরদ। এই শ্লোকাংশে দুটি বা' এর ভাল অর্থ হয় না।

(জ) হেমাদ্রি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর হইতে বাসুদেবের এক বিস্তৃত বর্ণনা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যথা :—

একবক্ত্রশ্চতুর্বাহুঃ সৌম্যরূপঃ সুদর্শনঃ।
পীতাম্বরশ্চ মেঘাভঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥
কণ্ঠেন শুভদেশেন কম্বুতুল্যেন রাজতা।
বরাভরণযুক্তেন কুণ্ডলোত্তরভূষিণা॥
উরসা কৌস্তভং বিভ্রৎ কিরীটং শিরসা তথা॥
শিরঃপদ্মস্তথৈবাস্য কর্ত্তব্যশ্চারুকর্ণিকঃ।
পুষ্টিশ্লিষ্টায়তভুজস্তনুস্তাম্রনখাঙ্গুলিঃ॥
মধ্যেন ত্রিবলীভঙ্গশোভিতেন সুচারুণা।

স্ত্রীরূপধারিণী ক্ষৌণী কার্য্যা তৎপাদমধ্যগা ॥
তৎকরস্থাঙ্ঘ্রিযুগলো দেবঃ কার্য্যো জনার্দ্দনঃ।
তালান্তরপদন্যাসঃ কিঞ্চিন্নিষ্ক্রান্তদক্ষিণঃ ॥
অনুদৃশ্যা মহী কার্য্যা দেবদর্শিতবিস্মিতা।
দেবশ্চ কটিবাসেন কার্য্যো জান্ববলম্বিনা ॥
বনমালা চ কর্ত্তব্যা দেবজান্ববলম্বিনী।
যজ্ঞোপবীতং কর্ত্তব্যং নাভিদেশমুপাগতম্ ॥
উৎফুল্লকমলং পাণৌ কুর্য্যাদ্দেবস্য দক্ষিণে।
বামপাণিগতং শঙ্খং শঙ্খাকারন্তু কারয়েৎ ॥
দক্ষিণে তু গদা দেবী তনুমধ্যা সুলোচনা।
স্ত্রীরূপধারিণী মুগ্ধা সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥
পশ্যন্তী দেবদেবেশং কার্য্যা চামরধারিণী।
কার্য্যাস্তন্মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্তং দেবহস্তস্তু দক্ষিণম্ ॥
বামভাগগতশ্চক্রঃ কার্য্যো লম্বোদরস্তথা।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তো বৃত্তবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥
কর্ত্তব্যশ্চামরকরো দেববীক্ষণ-তৎপরঃ।
কার্য্যং দেবকরং বামং বিন্যস্তং তস্য মূর্দ্ধনি ॥

(হেমাদ্রি ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায়
এসিয়াটিক সোসাইটির ছাপা)

পুঁথির দোষেই হউক বা সম্পাদকের অনবধানতা বশতই হউক, ইহার পাঠ সর্ব্বত্র সুবিশুদ্ধ নহে। ইহার মোটামুটি অর্থ এই :—বাসুদেবের হাত হইবে চারিখানি ও মুখ একটি। অন্যতর দক্ষিণ হস্তে থাকিবে প্রফুল্ল কমল ও অন্যতর বামে থাকিবে শঙ্খ। তাঁহার অপর দক্ষিণ হস্ত থাকিবে তনুমধ্যা সুলোচনা স্ত্রীরূপ-

ধারিণী গদাদেবীর মস্তকে; বাম হস্ত থাকিবে লম্বোদরের মাথায়। এই লম্বোদর আর কেহ নহেন স্বয়ং চক্র। ইঁহার নয়নদ্বয় হইবে গোলাকার ও বিস্ফারিত; ইঁহার অঙ্গে অনেক অলঙ্কার থাকিবে ও ইনি চামরধারণ করিয়া থাকিবেন। ইনি ভগবানের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন। শ্রীরূপধারিণী গদা-দেবীও সর্ব্বাভরণে ভূষিতা থাকিবেন এবং তিনি বাসুদেবের মুখপানে চাহিয়া থাকিবেন; তাঁহার হাতেও চামর থাকিবে। ভগবানের পদদ্বয়ের মধ্যে থাকিবেন স্ত্রীরূপধারিণী পৃথিবী— তাঁহার হস্ততলদ্বয়ে ভগবানের পদদ্বয় স্থাপিত থাকিবে। তিনিও ভগবানের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিবেন। ভগবান্ স্বয়ং ধারণ করিবেন কুণ্ডল অঙ্গদ কৌস্তুভ কিরীট আজানুলম্বী কটিবাস আজানুলম্বিনী বনমালা ও নাভিদেশলম্বী যজ্ঞোপবীত। তিনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন এমন ভাবে, যাহাতে তাঁহার উদরে তিনটি বঙ্কিম রেখা বেশ দেখা যায়।

সঙ্কর্ষণ

বাসুদেবস্বরূপেণ কার্য্যঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ।
স তু শুক্লবপুঃ কার্য্যো নীলবাসা যদূত্তমঃ॥
গদাস্থানে চ মুসলং চক্রস্থানে চ লাঙ্গলম্।
কর্ত্তব্যৌ তনুমধ্যৌ তু নৃরূপৌ রূপসংযুতৌ॥

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

বাসুদেবের অন্যতম মূর্ত্তি সঙ্কর্ষণের বর্ণ হইবে শুক্ল (প্রস্তরের মূর্ত্তিতে বর্ণের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না)। বস্ত্র

হইবে নীলবর্ণের (ইহাই বিষ্ণুর সাধারণ বস্ত্র; প্রস্তরে কিন্তু ইহাও খোঁজা হইবে না) গদার বদলে ইঁহার অস্ত্র হইবে মুসল ও চক্রের বদলে হইবে লাঙ্গল। এই মুসল ও লাঙ্গল রূপবান্ নরের আকারে প্রকাশ করিতে হইবে। শ্লোকদ্বয় যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে গেলে আমি যেরূপ অনুবাদ করিলাম, সেইরূপই করিতে হয়। কিন্তু আমার বিবেচনায় মুসল ও লাঙ্গল যে সর্ব্বদাই নরাকারে গড়িতে হইবে এমন নহে। কখন কোন প্রতিমায় মুসল লাঙ্গল নিজরূপে থাকিবে, কখন বা তাহারা নরাকারে গঠিত হইবে।

উক্ত বচনে সঙ্কর্ষণের হস্তসংখ্যার উল্লেখ নাই, বরং দ্বিহস্ততার আভাস পাওয়া যায়। তবে চারি হাত হইলেও দুই হাতে শঙ্খ পদ্ম প্রভৃতির যে কোনটিকে রাখা যাইতে পারে। এই সঙ্কর্ষণ যেন বলরামের মত বলিয়া মনে হয়।

প্রদ্যুম্ন

(চতুর্ভুজ)

(ক) প্রদ্যুম্নো দক্ষিণে বজ্রং[১] শঙ্খং বামেধনুঃ করে॥ ১২

[২]গদা * * * *

অগ্নিপুরাণ ৪৯ অঃ

প্রদ্যুম্নের এক দক্ষিণ হস্তে বজ্র (বা চক্র) ও অপর দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ; এবং এক বাম হস্তে ধনু ও অপর বাম হস্তে গদা।

(দ্বিভুজ)

(খ) * * নাভ্যাবৃতঃ[৩] প্রীত্যা প্রদ্যুম্নো বা ধনুঃশরী॥ ১৩

অগ্নিপুরাণ ৪৯ অং

অথবা প্রদ্যুম্নের দুই হাত। এক হাতে ধনুঃ ও অপর হাতে শর। তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন নাভি (?) বা রতি ও প্রীতি। "নাভ্যাবৃত: প্রীত্যা" বা ''রত্যাবৃতঃ প্রীত্যা" এ অংশের অর্থ আমি যাহা করিলাম, তাহাই ঠিক্ কি না সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল।

(গ) বাসুদেবস্বরূপেণ প্রদ্যুম্নশ্চ তথা ভবেৎ।
স তু দূর্ব্বাঙ্কুরশ্যামঃ সিতবাসা বিধীয়তে॥
চক্রস্থানে ভবেচ্চাপো গদাস্থানে তথা শরম্।
তথাবিধৌ তৌ কর্ত্তব্যৌ যথা মুসললাঙ্গলৌ॥

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

প্রদ্যুম্নের হাতে চক্র গদা থাকিবে না, তাহার স্থানে থাকিবে ধনুঃ ও শর। কখনও কখনও এই ধনুঃশরকে সঙ্কর্ষণের মুসল-লাঙ্গলের মত নরাকারে গড়িতে হইবে।

এখানেও চারি হাত থাকিলে অপর হস্তদ্বয়ে শঙ্খ পদ্ম প্রভৃতির যে কোন দুটিকে রাখা যাইতে পারে।

(ঘ) শাম্বশ্চ গদাহস্তঃ প্রদ্যুম্নশ্চাপভৃৎ সুরূপশ্চ।
অনয়োঃ স্ত্রিয়ৌ চ কার্য্যে খেটকনিস্ত্রিংশধারিণ্যৌ॥

বৃহৎ সংহিতা ৫৮ অ০ ৪০ শ্লো।

প্রদ্যুম্ন চাপধারী ও নিস্ত্রিংশধারিণী পত্নীর সহিত অবস্থিত।

অনিরুদ্ধ

এতদেব তথা রূপমনিরুদ্ধস্য কারয়েৎ।
পদ্মপত্রাভবপুষো রক্তাম্বরধরস্য তু॥

(১) চক্রম্। (২) গদা। (৩) রত্যাবৃতঃ।

চক্রস্থানে ভবেচ্চর্ম্ম গদাস্থানেঽসিরেব চ।
চর্ম্ম স্যাচ্চক্ররূপেণ প্রাংশুঃ খড়্গো বিধীয়তে ॥
চক্রাদীনাং স্বরূপাণি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বং সুদর্শয়েৎ।
রম্যাণ্যায়ুধরূপাণি চক্রাদীন্যেব যাদব ॥
বামপার্শ্বগতাঃ কার্য্যা দেবানাং প্রবরা ধ্বজাঃ।
সুপতাকাযুতা রাজন্ যষ্টিস্থাস্তে যথেরিতম্ ॥

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

ইহার সকল অংশের সুচারু ব্যাখ্যা আমি করিতে পারিলাম না; তবে স্থূলতঃ ইহার অর্থ এই যে, অনিরুদ্ধের বর্ণ পদ্মপত্রের বর্ণের মত হইবে ও বস্ত্র হইবে রক্তবর্ণের। ইনি চক্র গদার পরিবর্ত্তে ধারণ করিবেন ঢাল ও তরোয়াল। ইঁহার বামপার্শ্বে ধ্বজপটবিশিষ্ট ধ্বজদণ্ড স্থাপিত থাকিবে।

বিশেষ-মূর্ত্তি

(১) ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণু

ত্রৈলোক্যমোহনস্তার্ক্ষ্যে অষ্টবাহুস্ত দক্ষিণে ॥ ১৯ ॥
চক্রং খড়্গঃ চ মুষলমঙ্কুশং বামকে করে।
শঙ্খ শার্ঙ্গগদাপাশান্ পদ্মবীণাসমন্বিতে ॥ ২০ ॥
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী কার্য্যে বিশ্বরূপোঽথ দক্ষিণে।

অগ্নিপুরাণ ৪৯ অঃ

এ বিষ্ণু গরুড়ারূঢ় হইবেন এবং ইঁহার হাত হইবে আটটি। তাহার মধ্যে ইনি দক্ষিণহস্তচতুষ্টয়ে ধরিবেন চক্র খড়্গ মুষল ও অঙ্কুশ এবং বামহস্তচতুষ্টয়ে ধরিবেন শঙ্খ শার্ঙ্গ (ধনুঃ) গদা ও পাশ। ইঁহার সঙ্গে থাকিবেন পদ্মহস্তা লক্ষ্মী ও বীণাহস্তা সরস্বতী এবং তদতিরিক্ত দক্ষিণদিকে থাকিবেন বিশ্বরূপ।

(২) হরিশঙ্কর বিষ্ণু

মুদ্গরঞ্চ তথা পাশং শক্তিশূলং শরং করে ॥ ২১
বামে শঙ্খঞ্চ শার্ঙ্গঞ্চ গদাং পাশঞ্চ তোমরম্।
লাঙ্গলং পরশুং দণ্ডং ছুরিকাং চর্ম্ম ক্ষেপণম্। ২২
বিংশদ্‌বাহুশ্চতুর্ব্বক্ত্রো দক্ষিণস্থোঽথ বামকে।
ত্রিনেত্রো বামপার্শ্বেন শয়িতো জলশায্যপি ॥ ২৩
শ্রিয়া ধৃতৈকচরণো বিমলাদ্যাভিরীড়িতঃ।
নাভিপদ্মচতুর্ব্বক্ত্রো হরিশঙ্করকো হরিঃ ॥ ২৪
শূলর্ষ্টিধারী দক্ষে চ গদাচক্রধরো পদে।
রুদ্রকেশবলক্ষ্মাঙ্গো গৌরীলক্ষ্মীসমন্বিতঃ ॥ * ২৫

অগ্নিপুরাণ ৪৯ অঃ

এ এক অদ্‌ভুতাকার বিষ্ণুমূর্ত্তি। নাম হরিশঙ্কর। শ্লোকগুলির সকলস্থানে সুচারুরূপে ব্যাখ্যা হয় না। তবে মোটামুটি বুঝা যায় যে এই বিষ্ণুর চারি মুখ তিন চোখ ও বিশ হাত। বিশ হাতে বিশ রকম অস্ত্র; যথা মুদ্গর, পাশ, শক্তি, শূল, শর, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, গদা, পাশ (পুনর্ব্বার), তোমর, লাঙ্গল, পরশু, দণ্ড, ছুরিকা, চর্ম্ম, ক্ষেপণ, শূল, ঋষ্টি (দ্বিধারখড়্গ),

* এ অংশের অর্থ আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। লেখক।

গদা (পুনর্ব্বার) চক্র। ইহাদের স্থাপনার জন্য শ্লোকে 'বামে' 'বামকে' 'দক্ষিণস্থে,' 'দক্ষে' ইত্যাদি শব্দ থাকিলেও তাহাদিগকে সংলগ্ন করা কঠিন। ইনি বামভাগে জলশায়িরূপে অবস্থান করিবেন। লক্ষ্মী ইঁহার পা টিপিয়া দিতে থাকিবেন এবং বিমলা প্রভৃতি মাতৃগণ ইঁহার স্তব করিতে থাকিবেন। ইঁহার নাভি পদ্ম হইতে ব্রহ্মা উত্থিত অবস্থায় থাকিবেন। এবং গৌরীসমেত রুদ্র ও লক্ষ্মীসমেত কেশব ইঁহার পদপ্রান্তে অবস্থান করিবেন (?)।

(৩)

লক্ষ্মীনারায়ণ বিষ্ণু (ক)

শ্রিয়ং বামোরুজঙ্ঘাস্থাং শ্লিষ্যন্তীং পাণিনা পতিম্॥
সাব্জচামরকরাং পীনাং শ্রীবৎসকৌস্তুভান্বিতাম্॥ ১৮
মালিনং পীতবস্ত্রঞ্চ চক্রাদ্যাঢ্যং হরিং যজেৎ।

অগ্নিপুরাণ ৩০৬ অধ্যায়

এ মূর্ত্তি উপবিষ্ট মূর্ত্তি। ইহাতে বিষ্ণুর কয়টী হাত থাকিবে তাহার উল্লেখ নাই; তবে চক্রাদ্যাঢ্য বলায় যেন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সবই বুঝায়; সুতরাং চারি হাত হওয়াই সম্ভব। লক্ষ্মীর হাতে পদ্ম ও চামর এবং তিনি ভগবানের বামোরুর উপর উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ (খ)

শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণিনং দিব্যরূপিণম্॥ ৪২
বামাঙ্কস্থশ্রিয়া সার্দ্ধং পূজয়েৎ প্রযতঃ শুচিঃ।

পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ২২৫ অঃ

লক্ষ্মীনারায়ণ (গ)

লক্ষ্মীনারায়ণৌ কার্য্যৌ সংযুক্তৌ দিব্যরূপিণৌ।
দক্ষিণস্থা বিভোর্মূর্ত্তির্লক্ষ্মীমূর্ত্তিস্তু বামতঃ॥
দক্ষিণঃ কণ্ঠলগ্নোঽস্যা বামো হস্তঃ সরোজভৃৎ।
বিভোর্বামকরো লক্ষ্ম্যাঃ কুক্ষিভাগস্থিতঃ সদা॥
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।
সুষ্ঠুনেত্রকপোলাস্যা রূপযৌবনসংযুতা॥
সিদ্ধিঃ কার্য্যা সমীপস্থা চামরগ্রাহিণী শুভা।
কর্ত্তব্যং বাহনং সব্যে দেবাধোভাগগং সদা॥
শঙ্খচক্রধরৌ তস্য দ্বৌ কার্য্যৌ পুরুষৌ পুরঃ।
বামনৌ হার-কেয়ূর-কিরীট-মণিভূষণৌ॥
উপাসকৌ সমীপস্থৌ প্রভোর্ব্রহ্মশিবাত্মকৌ।
রসনাং যোগপট্টঞ্চ শিখামঞ্জলিমাস্থিতৌ॥

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ অধ্যায়।

লক্ষ্মী এবং নারায়ণের মূর্ত্তি পরস্পর সংলগ্ন করিতে হইবে। দক্ষিণ ভাগে থাকিবে নারায়ণের মূর্ত্তি, বামদিকে থাকিবে লক্ষ্মীর। লক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত নারায়ণের কণ্ঠলগ্ন থাকিবে এবং বামহস্তে থাকিবে পদ্ম। নারায়ণের বামকর লক্ষ্মীর কুক্ষিভাগ আশ্লেষণ করিয়া থাকিবে। সিদ্ধিনাম্নী সুমুখী সুলোচনা সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা সুরূপা পূর্ণাঙ্গী যুবতী চামরগ্রাহিণীরূপে তাঁহাদের সম্মুখে থাকিবে। গরুড় থাকিবে ভগবানের বামদিকে নিম্নপ্রদেশে। শঙ্খধারী ও চক্রধারী দুইটি খর্ব্বাকৃতি পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখে থাকিবে; পুরুষদ্বয় হার কেয়ূর কিরীট ও মণি (কৌস্তভ-

মণি) দ্বারা বিভূষিত থাকিবে। এবং ব্রহ্মা ও শিব উপাসকরূপে তাঁহার সমীপে কোমরে রসনা ও যোগপট্ট ও মস্তকে শিখা ও অঞ্জলি বাঁধিয়া অবস্থান করিবেন।

(৪) নারায়ণ

দিব্যো নারায়ণঃ শ্রীমানাসীনঃ পঙ্কজাসনে ॥ ৭১
তস্য দক্ষিণপার্শ্বে চ জগন্মাতা হিরণ্ময়ী।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না দিব্যমালাবিভূষণা ॥ ৭২
বসুপাত্রং মাতুলুঙ্গং স্বর্ণপদ্মং ধৃতং করৈঃ।
বামতঃ পৃথিবী দেবী নীলোৎপলদলদ্যুতিঃ ॥ ৭৩
নানালঙ্কারসংযুক্তা বিচিত্রাম্বরভূষিতা।
সঙ্কৃতং চোর্দ্ধবাহুভ্যাং রম্যং রক্তোৎপলদ্বয়ং ॥৭৪
ইতরাভ্যাং ধৃতং দেব্যা ধান্যপাত্রযুগং তথা।
গৃহীত্বা চামরান্ দিব্যান্ শক্তয়ো বিমলাদয়ঃ ॥ ৭৫

পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ২৫৭ অঃ

নারায়ণাভিধ বিষ্ণু পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া থাকিবেন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে থাকিবেন স্বর্ণপদ্ম, মাতুলুঙ্গফল (লেবু) ও বসুপাত্রধারিণী লক্ষ্মী, বামে থাকিবেন পৃথিবী। পৃথিবীর উর্দ্ধ বাহুদ্বয়ে থাকিবে রক্তোৎপলদ্বয় ও অপর হস্তদ্বয়ে ধান্যপাত্রদ্বয়। অপরাপর বিমলাদি শক্তিরা চামর হাতে করিয়া থাকিবেন।

(৫) যোগস্বামী

পদ্মাসনসমাসীনঃ কিঞ্চিন্মীলিতলোচনঃ।
ঘোণাগ্রে দত্তবৃত্তিশ্চ শ্বেতপদ্মোপরি স্থিতঃ ॥
বামদক্ষিণগৌ হস্তৌ উত্তানাবেকভাগগৌ।
তৎকরদ্বয়পার্শ্বস্থে পঙ্কেরুহমহাগদে ॥

ঊর্দ্ধে করদ্বয়ে তস্য পাঞ্চজন্যঃ সুদর্শনঃ।
যোগস্বামী স বিজ্ঞেয়ঃ পূজ্যো মোক্ষার্থিযোগিভিঃ॥
হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ অধ্যায়।

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ঈষৎ চক্ষু মুদ্রিত করতঃ ইনি শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্ট থাকিবেন। ইঁহার চারি হাতের এক ভাগের বাম দক্ষিণ হস্ত উত্তান থাকিবে (এই হস্তদ্বয় নিম্নের বাম ও দক্ষিণ); এবং তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে পদ্ম ও গদা। তাঁহার ঊর্দ্ধভাগের হস্তদ্বয়ে থাকিবে শঙ্খ ও চক্র। ইঁহার নাম যোগস্বামী। ইনি মোক্ষাভিলাষী যোগিদিগের পূজ্য।

(৬) লোকপাল

একবক্ত্রো দ্বিবাহুশ্চ গদাচক্রধরঃ প্রভুঃ।
হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ অধ্যায়।

ইনি দ্বিবাহু একবদন ও গদাচক্রধারী।

সাধারণ বিষ্ণু মূর্ত্তি

এই বিষ্ণুর অর্থ চতুর্বিংশতিপ্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তির অন্তর্গত বিষ্ণু নহে। ইহার অর্থ ব্রাহ্মণদিগের প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম—যাঁহার নাম বিষ্ণু। ইনি কখন অষ্টহস্ত, কখন চতুর্হস্ত, কখন বা দ্বিহস্ত মূর্ত্তিতে বর্ণিত হইয়া থাকেন। ইহাঁর সম্বন্ধে বরাহমিহির বলিয়াছেন—

কার্য্যোঽষ্টভুজো ভগবাংশ্চতুর্ভুজো দ্বিভুজ এব বা বিষ্ণুঃ।

পুরাণাদির সময় নির্দ্ধারণ অপেক্ষা বরাহমিহিরের সময় অনেকটা নিশ্চিতরূপে নিরূপিত; সুতরাং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে বরাহমিহিরের

জ্ঞানে আমাদের বিষ্ণু অষ্টভুজ চতুর্ভুজ বা দ্বিভুজরূপে বিরাজ করিতেন। বরাহমিহির তাঁহার রূপসম্বন্ধে বলেন—

শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষাঃ কৌস্তুভমণিভূষিতোরস্কঃ ॥ ৩১ ॥
অতসীকুসুমশ্যামঃ পীতাম্বরনিবসনঃ প্রসন্নমুখঃ।
কুণ্ডলকিরীটধারী পীনগলোরঃস্থলাংসভুজঃ ॥ ৩২ ॥
খড়্গ-গদা-শর-পাণির্দক্ষিণতঃ শান্তিদশ্চতুর্থকরঃ।
বামকরেষু চ কার্ম্মুকখেটকচক্রাণি শঙ্খশ্চ ॥ ৩৩ ॥
অথচ চতুর্ভুজমিচ্ছন্তি শান্তিদ একো গদাধরশ্চান্যঃ।
দক্ষিণপার্শ্বে হ্যেবং বামে শঙ্খশ্চ চক্রঞ্চ ॥ ৩৪ ॥
দ্বিভুজস্য তু শান্তিকরো দক্ষিণহস্তোঽপরশ্চ শঙ্খধরঃ।
এবং বিষ্ণোঃ প্রতিমা কর্ত্তব্যা ভূতিমিচ্ছদ্ভিঃ ॥ ৩৫ ॥

বৃহৎ-সংহিতা ৫৮ অঃ

বরাহমিহির বলেন অষ্টভুজ বিষ্ণুর হাতে * দক্ষিণাবর্ত্তে থাকিবে—

১। সর্ব্বাধোদক্ষিণ, তদুপরিদক্ষিণ, তদুপরিদক্ষিণ, তদুপরিদক্ষিণ

খড়্গা	গদা	শর	অভয়মুদ্রা
সর্ব্বোপরিবাম,	তদধোবাম,	তদধোবাম,	তদধোবাম
কার্ম্মুক	খেটক	চক্র	শঙ্খ

২। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর হাতে

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
অভয়মুদ্রা	গদা	শঙ্খ	চক্র

* মূলের "দক্ষিণতঃ" শব্দের দক্ষিণ হইতে এইরূপ অর্থ বুঝিয়াই দক্ষিণাবর্ত্তে বলিলাম। "দক্ষিণতঃ" র অর্থ দক্ষিণস্থও হইতে পারে; সুতরাং খড়্গাদিস্থাপনের উপরি লিখিত ক্রমের উপর কোন দৃঢ় যুক্তি নাই।

৩। দ্বিভুজ বিষ্ণুর হাতে

দক্ষিণ	বাম
অভয়মুদ্রা	শঙ্খ

অলঙ্কারের মধ্যে বুকে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতবাস কর্ণে কুণ্ডল ও মাথায় কিরীট।

বরাহমিহিরের বর্ণনায় বিষ্ণুর হস্তে পদ্ম দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পদ্মাদর্শনে মনে হয় বিষ্ণু যে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বলিয়া আমাদের দেশের আজকালকার সাধারণ জ্ঞান, হয়ত ষষ্ঠ শতাব্দে তাহা ছিল না। আরও একটী প্রাচীন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পদ্মের অনবস্থান দেখিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে যে বিষ্ণুহস্তে পদ্মের স্থান বহু পূর্ব্বে ছিল না। এটী কানিংহাম সাহেবের সংগৃহীত নিকোলো নামক খনিজ পদার্থের মুদ্রায় ক্ষোদিত মূর্ত্তি; তাঁহার নিম্ন দক্ষিণ হস্তে গদা ও ঊর্দ্ধ দক্ষিণে বলয়াকার একটী বস্তু, বামোর্দ্ধে শঙ্খ ও বামাধোহস্তে চক্র। বলয়াকার বস্তুটী সম্ভবতঃ বৈজয়ন্তীমালা। ঐ মুদ্রা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (Cunningham, Numismatic Chronicle, 1893, p. 126, pl. x দ্রষ্টব্য)

তাহার পর পুরাণাদিতে এই বিষ্ণুর অনেক প্রকার রূপবর্ণনা দেখা যায়। যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশিত হইল। পুরাণের বর্ণনানুসারেও তাঁহাকে অষ্টভুজ ষড়্ভুজ চতুর্ভুজ দ্বিভুজ এবং একাকী, সঙ্গিসহিত, সালঙ্কার, সায়ুধ, গরুড়োপরিস্থিত বলিয়াও বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

(১)

শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং মুষলং খড়্গশার্ঙ্গকে ।
বনমালান্বিতং দিক্ষু বিদিক্ষু চ যজেৎ ক্রমাৎ ॥ ১৫
অভ্যর্চ্য চ বহিস্তার্ক্ষ্যং দেবস্য পুরতোঽর্চয়েৎ ।
বিশ্বক্সেনঞ্চ সোমেশং মধ্যে আবরণাদ্ বহিঃ ।
ইন্দ্রাদিপরিচারেণ পূজ্য-সর্ব্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬

অগ্নিপুরাণ ৩০২ অঃ

অর্থাৎ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মুসল খড়্গ শার্ঙ্গধনু বনমালা বিষ্ণুর অস্ত্র ও ভূষণ, এবং গরুড় বিশ্বক্সেন ও সোমেশ তাঁহার সঙ্গী। ইঁহারা সবাই পূজা পাইয়া থাকেন।

(২)

...........পীঠে পদ্মস্থং গরুড়োপরি ।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং প্রাপ্তবয়োলাবণ্যযৌবনং ॥ ১৩ ।
মদাঘূর্ণিততাম্রাক্ষমুদারং স্মরবিহ্বলং ।
দিব্যমাল্যাম্বরালেপভূষিতং সস্মিতাননম্ ॥ ১৪
বিষ্ণুং নানাবিধানেকপরিবারপরিচ্ছদং ।
লোকানুগ্রহণং সৌম্যং সহস্রাদিত্যতেজসং ॥ ১৫
পঞ্চবাণধরং [১] প্রাপ্তকামৈক্ষং দ্বিচতুর্ভুজং ।
দেবস্ত্রীভির্বৃতং দেবীমুখাসক্তেক্ষণং জপেৎ ॥ ১৬
চক্রং শঙ্খং ধনুঃ খড়্গং গদাং মুষলমঙ্কুশং ।
পাশঞ্চ বিভ্রতং চার্চ্চেদাবাহাদিবিসর্গতঃ ॥ ১৭

অগ্নিপুরাণ ৩০৬ অধ্যায় ।

(১) "প্রাপ্তকামৈক্ষং" পদটির অর্থে গোল আছে। পাঠে কিছু গোল হইয়া থাকিবে।

ইনি পদ্মস্থ বা গরুড়স্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লাবণ্যময় যুবা। ইনি মদাঘূর্ণিতলোচন, স্মরবিহ্বল, দিব্যমালা দিব্যবস্ত্র ও দিব্যবিলেপনে বিভূষিত ও স্মিতমুখ। ইঁহার নানাবিধ পরিবার ও নানাবিধ পরিচ্ছদ। ইনি লোকানুগ্রাহক সৌম্যমূর্ত্তি আবার সহস্রাদিত্য-তুল্য তেজস্বী। ইনি পঞ্চবাণধর যেন সাক্ষাৎ কাম। ইনি কখন দ্বিহস্ত কখন চতুর্হস্ত। দেবস্ত্রীগণ ইঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকেন। ইনি দেবীর (লক্ষ্মীর) দিকে লোলদৃষ্টি। ইঁহার অস্ত্র—চক্র শঙ্খ ধনু খড়্গ গদা মুষল অঙ্কুশ ও পাশ। ইত্যাদিরূপে ইনি আবাহন হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত পূজিত হইয়া থাকেন।

(৩)

গদাশঙ্খধরাসিচক্রধৃক্। ৩৯॥ বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৪র্থ অধ্যায়।

(৪)

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবরাসিধরমচ্যুতম্।
কিরীটিনং.............................॥ ৪৫

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ১২শ অধ্যায়।

(৫)

বিভর্ত্তি কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ॥ ৬৭
শ্রীবৎসসংস্থানধরমনন্তে চ সমাশ্রিতং।
প্রধানং বুদ্ধিরপ্যাস্তে গদারূপেণ মাধবে॥ ৬৮
ভূতাদিমিন্দ্রিয়াদিঞ্চ দ্বিধাহঙ্কারমীশ্বরঃ।
বিভর্ত্তি শঙ্খরূপেণ শার্ঙ্গরূপেণ চ স্থিতং॥ ৬৯
বলস্বরূপমত্যন্তং জবনান্তরিতানিলং।
চক্রস্বরূপঞ্চ মনো ধত্তে বিষ্ণুঃ করে স্থিতং॥ ৭০

পঞ্চরূপা তু সা মালা বৈজয়ন্তী [১] গদাভৃতঃ।
সা ভূতহেতুসংঘাতভূতমালা চ বৈ দ্বিজ ॥ ৭১
যানীন্দ্রিয়াণ্যশেষাণি বুদ্ধিকর্ম্মাত্মকানি তু।
শররূপাণ্যশেষাণি তানি ধত্তে জনার্দ্দনঃ ॥ ৭২
বিভর্ত্তি যচ্চাসিরত্নমচ্যুতোঽত্যান্তনির্ম্মলং।
বিদ্যাময়ন্তু তজ্জ্ঞানমবিদ্যাচর্ম্মসংস্থিতং ॥ ৭৩

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ২২শ অধ্যায়

উল্লিখিত তিন প্রকার বিষ্ণুপুরাণোক্ত বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই, বিষ্ণু কখন চতুর্ভুজে গদা, শঙ্খ, অসি ও চক্র ধারণ করিয়া থাকেন। কখন ষড়্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, বর (অভয়-মুদ্রা) ও অসি ধারণ করিয়া থাকেন।

কখনও অষ্টভুজে গদা, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, চক্র, বৈজয়ন্তী মালা (?) শর, অসি, ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণের উপরিউক্ত বর্ণনায় ইহা জানা যায় যে গদা, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, চক্র, বৈজয়ন্তী মালা, শর, অসি, চর্ম্ম, ও বর বিষ্ণুর হাতে স্থান পায়। ইহাদের মধ্যে কোন দুইটী, চারিটী, ছয়টী বা আটটী, বস্তু দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ ষড়্ভুজ বা অষ্টভুজ বিষ্ণুর হাতে দেখা যাইতে পারে।

এখন আশ্চর্য্য দেখুন বিষ্ণুপুরাণের এ সব স্থানে বিষ্ণুর হাতে পদ্মের কথার উল্লেখ নাই। তবে উল্লেখ আছে একস্থানে, যেখানে

---

(১) এখানকার এই বৈজয়ন্তী মালা ঘটিত শ্লোকটী বিষ্ণুর হস্তস্থিত বস্তুনিচয়ের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হওয়ায় আমার বোধ হয় উহা গলদেশের মালা নহে; তিনি হাতে করিয়াই বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করেন। এবং কানিংহাম সংগৃহীত নিকোলোর মুদ্রায় ক্ষোদিত বিষ্ণুমূর্ত্তির এক হস্তের বলয়াকার দ্রব্য খুব সম্ভব সেই বৈজয়ন্তী।

বিষ্ণুপুরাণ বিষ্ণুরূপধারী পৌণ্ড্রকবাসুদেবনামক রাজার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

চক্রহস্তং গদাখড়্গবাহুং পাণিগতাম্বুজং। ৯৬

বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশ ৩৪ অঃ।

এখন ইহা বলিলেও বলা যাইতে পারে যে বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে বিষ্ণুর হাতে যখন পদ্মের কথা নাই, তখন পঞ্চমাংশের উপাখ্যানে পদ্মের কথা প্রাচীন নাও হইতে পারে।

(৬) বিষ্ণোস্তাবৎ প্রবক্ষ্যামি যাবদ্রূপং প্রশস্যতে।
শঙ্খচক্র-ধরং শান্তং পদ্ম-হস্তং গদা-ধরং ॥৪
ক্বচিদষ্টভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজমথাপরং।
দ্বিভুজশ্চাপি কর্ত্তব্যো ভবনেষু পুরোধসা ॥ ৬
দেবস্যাষ্টভুজস্যাস্য যথাস্থানং নিবোধত।
খড়্গো গদা শরঃ পদ্মং দেয়ং দক্ষিণতো হরেঃ ॥৭
ধনুশ্চ খেটকং চৈব শঙ্খচক্রে চ বামতঃ।
চতুর্ভুজস্য বক্ষ্যামি যথৈবায়ুধসংস্থিতিং ॥৮
দক্ষিণেন গদাপদ্মং বাসুদেবস্য কারয়েৎ।
বামতঃ শঙ্খচক্রে চ কর্ত্তব্যে ভূতিমিচ্ছতা ॥৯
কৃষ্ণাবতারে তু গদা বামহস্তে প্রশস্যতে।
যথেচ্ছয়া শঙ্খচক্রে চোপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥১০
অধস্তাৎ পৃথিবী তস্য কর্ত্তব্যা পাদমধ্যতঃ।
দক্ষিণে প্রণতং তদ্বদ্ গরুত্মন্তং নিবেশয়েৎ ॥১১
বামতস্তু ভবেৎ লক্ষ্মীঃ পদ্মহস্তা শুভাননা।
গরুত্মানগ্রতো বাপি সংস্থাপ্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥১২

শ্রীশ্চ পুষ্টিশ্চ কর্ত্তব্যে পার্শ্বয়োঃ পদ্মসংযুতে ।

মৎস্যপুরাণ ২৫৮ অধ্যায় ।

এইবার মৎস্যপুরাণে বিষ্ণুর হাতে পদ্ম পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণের মতেও বিষ্ণু কখন অষ্টভুজ কখন চতুর্ভুজ কখন বা দ্বিভুজ নির্ম্মিত হইয়া থাকেন। মৎস্যপুরাণের মতে নিম্নলিখিত বস্তু বিষ্ণুর হাতে থাকে ও নিম্নলিখিত দেবদেবীগণ সঙ্গে থাকেন ।

বিষ্ণুহস্তে—শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, গদা, খড়্গ, শর, ধনুঃ, খেটক ।

বিষ্ণুসঙ্গে নিম্নে পাদমধ্যে (?) পৃথিবী, দক্ষিণে প্রণত গরুড়, বামে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী ; কিম্বা সম্মুখে গরুড় ও এক এক পার্শ্বে পদ্মহস্তা শ্রী ও পুষ্টি ।

(৭)		শঙ্খচক্রাসিগদাধরায় ।১৩

মৎস্যপুরাণ ৫৪ অঃ ।

এইখানে মৎস্যপুরাণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ, চক্র, অসি ও গদা দিয়াছেন। পদ্ম দেন নাই ।

(৮)		দেবদেবং তথা বিষ্ণুং কারয়েদ্ গরুড়স্থিতম্ ।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং সর্ব্বাভরণধারিণম্ ॥
সজলাম্বুদসচ্ছায়ং পীতদিব্যাম্বরং তথা ।
মুখাশ্চ কার্য্যাশ্চত্বারো বাহবো দ্বিগুণাস্তথা ॥
সৌম্যেন্দ্রবদনং পূর্ব্বং নারসিংহন্তু দক্ষিণম্ ।
কপিলং পশ্চিমং বক্ত্রং তথা বারাহমুত্তমম্ ॥
তস্য দক্ষিণহস্তেষু বালার্কমুসলাভয়াঃ ।

চর্ম্মসীরবরাবিন্দুচাপে চ বনমালিনঃ[১] ॥
কার্য্যাণি বিষ্ণোর্ধর্ম্মজ্ঞ বামহস্তেষ্বনুক্রমাৎ ।

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ম অঃ।

ইহার পাঠ সর্ব্বত্র সুবিশুদ্ধ নহে ; সৌম্যেন্দবদনং খুব সম্ভব সৌম্যেন্দুবদনং এবং বারাহমুত্তমম্ খুব সম্ভব বারাহমুত্তরম্ হইবে।

এই বিষ্ণুর চারি মুখ আট হাত এবং ইনি গরুড়ারূঢ়। ইঁহার পূর্ব্ব দিকের মুখের রূপ সৌম্যেন্দু, দক্ষিণ দিকের নারসিংহ, পশ্চিমের কপিল ও উত্তরের রূপ বারাহ। তাঁহার দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে থাকিবে বালার্ক (অর্থাৎ বালসূর্য্যের মত দীপ্তিশালী চক্র?) মুসল অভয় ও চর্ম্ম (ঢাল) এবং বামহস্ত চতুষ্টয়ে থাকিবে লাঙ্গল, বরমুদ্রা, ইন্দু (অর্থাৎ চন্দ্রের মত শুভ্র শঙ্খ?) ও ধনু। ইঁহার বক্ষে কৌস্তুভ থাকিবে এবং ইনি সর্ব্ববিধ ভূষণে ভূষিত, থাকিবেন।

এখানে বালার্ক ও ইন্দুর অর্থ চক্র ও শঙ্খ করিলাম সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকে ঐরূপ লেখা আছে বলিয়া।

অগ্নিপুরাণ পদ্মপুরাণ ও সিদ্ধার্থ সংহিতা অনুসারে—

চতুর্বিংশতি-মূর্ত্তির নাম ও রূপ।

নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ	প্রমাণ-গ্রন্থ
১। কেশব	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা	অগ্নি, পদ্ম

(১) মুদ্রিত হেমাদ্রির মূলে আছে—"চর্ম্মসীরবরাবিন্দু বামে চ বনমালিনঃ," এবং নিম্নে পাঠান্তররূপে "বামে চ" স্থলে "চাপে চ" বলিয়া ধরা আছে। আমি এখানে পাঠান্তরের পাঠকেই মূলের পাঠরূপে গ্রহণ করিলাম। কারণ ইহা চাপে না হইয়া বামে হইলে আবার বামহস্তেষু এই পদের অর্থ হয় না এবং আট হাতের আটটা দ্রব্যও পাওয়া যায় না।

নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ	প্রমাণ-গ্রন্থ
২। নারায়ণ	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	চক্র	অগ্নি, পদ্ম
,,	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র	সিদ্ধার্থ
৩। মাধব	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
৪। গোবিন্দ	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	,, ,, ,,
৫। বিষ্ণু	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	অগ্নি, পদ্ম
,,	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র	সিদ্ধার্থ
৬। মধুসূদন	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা	অগ্নি
,,	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	পদ্ম, সিদ্ধার্থ
৭। ত্রিবিক্রম	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ	অগ্নি, পদ্ম
,,	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র	সিদ্ধার্থ
৮। বামন	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম	অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
৯। শ্রীধর	পদ্ম	চক্র	শার্ঙ্গধনু বা গদা	শঙ্খ	অগ্নি
	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	পদ্ম
	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ	সিদ্ধার্থ
১০। হৃষীকেশ	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	অগ্নি, সিদ্ধার্থ
,,	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১১। পদ্মনাভ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা	অগ্নি, সিদ্ধার্থ
,,	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	পদ্ম
১২। দামোদর	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র	অগ্নি, পদ্ম
,,	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ	সিদ্ধার্থ

১৩। বাসুদেব	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম...অগ্নি, সিদ্ধার্থ
”	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা ..পদ্ম
১৪। সঙ্কর্ষণ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র...অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
১৫। প্রদ্যুম্ন	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম ..অগ্নি
”	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা...পদ্ম
”	চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম...সিদ্ধার্থ
১৬। অনিরুদ্ধ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম...অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
১৭। পুরুষোত্তম	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা... ” ” ”
১৮। অধোক্ষজ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র... ” ” ”
১৯। নৃসিংহ	চক্র	পদ্ম	গদা	শঙ্খ...অগ্নি
”	অসি	পদ্ম	গদা	শঙ্খ...পদ্ম
”	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	• ...সিদ্ধার্থ
২০। অচ্যুত	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ...অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
২১। উপেন্দ্র	শঙ্খ	গদা	চক্র	পদ্ম...অগ্নি (পদ্মপুরাণে ইঁহার উল্লেখ নাই)
”	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ...সিদ্ধার্থ
২২। জনার্দ্দন	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা...অগ্নি, সিদ্ধার্থ (পদ্ম-পুরাণে উল্লেখ নাই)
২৩। হরি	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা...অগ্নি (পদ্মপুরাণে উল্লেখ নাই
”	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা...সিদ্ধার্থ
২৪। কৃষ্ণ	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র...অগ্নি, পদ্ম (সিদ্ধার্থ-সংহিতায় উল্লেখ নাই)

অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও সিদ্ধার্থ-সংহিতা অনুসারে শঙ্খাদি-ধারণে সদৃশ অথচ নামে বিসদৃশ মূর্ত্তির তালিকা এইরূপ হইবে :

প্রদ্যুম্ন, কেশব ও মাধব
অধোক্ষজ, ত্রিবিক্রম ও উপেন্দ্র
শ্রীধর, দামোদর, নারায়ণ ও হৃষীকেশ
মধুসূদন, হরি, পদ্মনাভ ও পুরুষোত্তম
বাসুদেব ও জনার্দ্দন

চতুর্ম্মূর্ত্তির বিভিন্ন রূপ নিম্নোক্ত রূপ হইবে :—

বাসুদেব

(ক) বাসুদেব :—গরুড়ারূঢ়, চতুর্ভুজ (দক্ষিণাধঃ পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধ গদা, বামোর্দ্ধ চক্র, বামাধঃ শঙ্খ) বামকক্ষের নিম্নে বাণপূরিত তূণীর, দক্ষিণ কক্ষের নিম্নে কোষগ খড়্গ ও ধনুক। মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভ-মণি। গলায় আজানুলম্বিনী স্বর্ণমালা। দক্ষিণে শ্রীদেবী, বামে সরস্বতী।

(খ) „ (ক) বাসুদেবের মত সকলই, কেবল দক্ষিণাধঃ গদা, দক্ষিণোর্দ্ধে পদ্ম, বামোর্দ্ধে শঙ্খ, বামাধঃ চক্র এইমাত্র প্রভেদ।

(গ) „ দক্ষিণাধঃ • দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, বামোর্দ্ধে চক্র, বামাধঃ পদ্ম। পার্শ্বচর ব্রহ্মা ও ঈশ (মহাদেব)।

(ঘ) বাসুদেব :—দক্ষিণাধঃ পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধে চক্র, বামোর্দ্ধে শঙ্খ, বামাধঃ গদা। পদ্মহস্তা শ্রী ও বীণাহস্তা পুষ্টি তাঁহার পার্শ্বচারিণী। এই পার্শ্বচারিণীরা আকারে মূলদেবতার উরুদেশ মাত্র উচ্ছ্রিত হইবেন।

(ঙ) „ দক্ষিণাধঃ পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধে চক্র, বামোর্দ্ধে শঙ্খ, বামাধঃ গদা। (অন্য বিশেষ কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় এই বাসুদেব অগ্নিপুরাণ ও সিদ্ধার্থসংহিতানুসারে জনার্দ্দনও হইতে পারেন।)

(চ) „ দক্ষিণহস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম, বামহস্তদ্বয়ে গদা ও চক্র। ঊর্দ্ধাধঃ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ নাই। বিশেষত্ব এই যে ইঁহার চক্র পদ্মের উপরে ও চক্রটী সূর্য্যবিম্বের মত উজ্জ্বল ও গোলাকার। শঙ্খ হেমরত্নে বিভূষিত থাকিবে।

(ছ) „ দ্বিহস্ত। একহাতে শঙ্খ, অপরহস্ত বরদ।

(জ) „ চতুর্ভুজ। এক দক্ষিণহস্তে প্রফুল্ল পঙ্কজ, অপর দক্ষিণহস্ত দেবমুখনিরীক্ষণকারিণী চামরধারিণী সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী গদা দেবীর মস্তকে অবস্থাপিত। এক বামহস্তে শঙ্খ, অপর বামহস্ত দেববীক্ষণতৎপর চামরধর বৃত্তবিস্ফারিতেক্ষণ লম্বোদর পুরুষমূর্ত্তিধর চক্র দেবের মস্তকে অবস্থাপিত। ইঁহার পদ-

দ্বয়ের মধ্যে থাকিবেন স্ত্রীরূপধারিণী পৃথিবী, তিনি তাঁহার হস্ততলদ্বয়ে ভগবানের পদদ্বয় ধারণ করিয়া থাকিবেন। ভগবান্ স্বয়ং ধারণ করিবেন কুণ্ডল, অঙ্গদ, কৌস্তভ, কিরীট, আজানুলম্বী কটিবাস, আজানু-লম্বিনী বনমালা ও নাভিদেশলম্বী যজ্ঞো-পবীত।

সঙ্কর্ষণ

সঙ্কর্ষণ :—চতুর্ভুজ। শঙ্খ, পদ্ম, মুসল ও লাঙ্গল। কখন বা (ক) বাসুদেবের চক্র গদার নরনারী মূর্ত্তির ন্যায় মুসল ও লাঙ্গল নররূপে নির্ম্মিত হইবে। দ্বিভুজও হইতে পারেন; দ্বিভুজস্থলে শঙ্খ পদ্ম থাকিবে না।

প্রদ্যুম্ন

(ক) প্রদ্যুম্ন :—চতুর্ভুজ। দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বজ্র বা চক্র ও শঙ্খ বামহস্তদ্বয়ে ধনু ও গদা

(খ) „ দ্বিভুজ। হস্তদ্বয়ে ধনু ও শর। পার্শ্বচারিণী দুটী স্ত্রীমূর্ত্তি নাভি বা রতি ও প্রীতি।

(গ) „ দ্বিভুজ। হস্তদ্বয়ে ধনু ও শর বা পার্শ্বদ্বয়ে উভয়ের নরমূর্ত্তি। চতুর্ভুজ হইলে অপর হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম। -

(ঘ) „ দ্বিভুজ। হস্তে ধনু। খেটক ও নিস্ত্রিংশ (খড়্গ) ধারিণী পত্নীর সহিত অবস্থিত।

অনিরুদ্ধ

অনিরুদ্ধ :—চতুর্ভুজ ; শঙ্খ পদ্ম চর্ম্ম ও অসিধারী। অথবা দ্বিভুজ ; চর্ম্ম ও অসিধারী। ইঁহার বামপার্শ্বে ধ্বজপটবিশিষ্ট ধ্বজদণ্ড স্থাপিত থাকিবে।

বিশেষ মূর্ত্তি

১। ত্রৈলোক্যমোহন : গরুড়ারূঢ়, অষ্টহস্ত, দক্ষিণচতুষ্টয়ে চক্র, খড়্গ, মুসল ও অঙ্কুশ। বামচতুষ্টয়ে শঙ্খ, শার্ঙ্গধনুঃ, গদা ও পাশ। সঙ্গিনী পদ্মহস্তা লক্ষ্মী বীণাহস্তা সরস্বতী এবং তদতিরিক্ত দক্ষিণদিকে বিশ্বরূপ।

২। হরিশঙ্করক : চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, বিংশতিভুজ। হাতে মুদ্গর, পাশ, শক্তি, শূল, শর, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, গদা, পাশ (পুনর্ব্বার), তোমর, লাঙ্গল, পরশু, দণ্ড, ছুরিকা, চর্ম্ম, ক্ষেপণ, শূল, ঋষ্টি (দ্বিধার খড়্গ), গদা (পুনর্ব্বার), চক্র। ইনি বামপার্শ্বে জলশায়িরূপে অবস্থিত। লক্ষ্মী পাদসংবাহনকারিণী। বিমলা প্রভৃতি মাতৃগণ স্তবপরায়ণ। নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উত্থিত। পদপ্রান্তে গৌরীসমেত রুদ্র ও লক্ষ্মীসমেত বিষ্ণু (?)।

৩। (ক) লক্ষ্মীনারায়ণ : উপবিষ্ট। সম্ভবতঃ চতুর্ভুজ ও সেই ভুজ শঙ্খচক্রাদিযুক্ত। বামোরুস্থিত লক্ষ্মী আলিঙ্গন করিয়া আছেন। লক্ষ্মীর হাতে পদ্ম ও চামর।

(খ) লক্ষ্মীনারায়ণ: উপবিষ্ট। চতুর্ভুজ। শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী। বামাঙ্কে লক্ষ্মী উপবিষ্ট।

(গ) " লক্ষ্মী এবং নারায়ণ উভয় মূর্ত্তি পরস্পর সংলগ্ন। ডানিদিকে নারায়ণ, বামদিকে লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর দক্ষিণহস্ত নারায়ণের কণ্ঠে ও বামহস্তে পদ্ম। নারায়ণের বামকর লক্ষ্মীর কুক্ষিবেষ্টী। সম্মুখে সিদ্ধিনাম্নী যুবতী চামরগ্রাহিণী। নিম্নে বামদিকে গরুড়। সম্মুখে শঙ্খ-চক্রধারী খর্ব্বাকার পুরুষদ্বয় এবং উপাসকরূপে ব্রহ্মা ও শিব বর্ত্তমান। এ মূর্ত্তি উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান দুই হইতে পারে।

৪। নারায়ণ: পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দক্ষিণপার্শ্বে রত্ন-পাত্র, মাতুলুঙ্গ (লেবু) ও স্বর্ণ-পদ্মধারিণী লক্ষ্মী (সম্ভবতঃ দ্বিভুজা) বামে চতুর্ভুজা পৃথিবী। ঊর্দ্ধহস্তদ্বয়ে রক্তোৎপলদ্বয় ও অপর হস্তদ্বয়ে ধান্য-পাত্রদ্বয়। চামর ধরিয়া বিমলাদি শক্তিগণও উপস্থিত।

৫। যোগস্বামী: শ্বেতপদ্মের উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট। চক্ষু ঈষন্মুদ্রিত। নাসিকাগ্রে নিবিষ্টমনাঃ। চতু-র্ভুজ। ঊর্দ্ধবাহুদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র। অধো-হস্তদ্বয় পদ্ম ও গদাধারী অথচ উত্তান।

৬। লোকপাল: দ্বিভুজ। গদাধারী ও চক্রধারী।

সাধারণমূর্ত্তির আর তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিংশতিমূর্ত্তি, চতুর্মূর্ত্তি, ও বিশেষমূর্ত্তি এই তিনের সহিত যাঁহার সাদৃশ্য নাই, তিনিই সাধারণমূর্ত্তির অন্তর্গত বিষ্ণু।

উপরোক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়-বিষয়ক প্রমাণাবলিতে নিম্নলিখিত বস্তু ও পরিজনবর্গ বিষ্ণুর হস্তে ও সঙ্গে দেখা যায় বলিয়া জানা যায়।

বস্তুচয়—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গধনু, অসি, শর, খেটক, বর, বৈজয়ন্তী মালা, চর্ম্ম, মুদ্গর, পাশ, শক্তি, শূল, তোমর, লাঙ্গল, দণ্ড, ছুরিকা, ক্ষেপণ, ঋষ্টি, তূণীর, পঞ্চবাণ।

পরিজনবর্গ—লক্ষ্মী, সরস্বতী, ব্রহ্মা, ঈশ, শ্রী, পুষ্টি, বিষ্বক্‌সেন, সোমেশ, ইন্দ্রাদিদেবগণ, পৃথিবী, গরুড়, গৌরী, রুদ্র, কেশব (?), দেবস্ত্রীগণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৬৪ অধ্যায়স্থিত "গঙ্গা চ তুলসী চৈব দেবী নারায়ণপ্রিয়া" এই বচনানুসারে বিষ্ণুর পরিজনের মধ্যে গঙ্গা ও তুলসীকেও দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থ মধ্যে চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তিগুলির যথাসম্ভব পরিচয় দেওয়া যাইতেছে:—

১। পিত্তলের। মুর্শিদাবাদ কাঁদি নিবাসী শ্রীযুক্তকিশোরী-মোহন সিংহ উত্তর রাঢ়ে সাগরদিঘির নিকট উহা সংগ্রহ করিয়া পরিষদে উপহার দিয়াছেন। তদবধি এই সুন্দর মূর্ত্তিখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে আছে। ইহার হস্তচতুষ্টয়ে প্রদক্ষিণানু-সারে পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ স্থাপিত। সমভিব্যাহারিদ্বয় পুরুষমূর্ত্তি। ইহাকে অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণ বর্ণিত চতুর্বিংশতি মূর্ত্তির অন্তর্গত ত্রিবিক্রম বলা যাইতে পারে। আবার সিদ্ধার্থ সংহিতানুসারে

উপেন্দ্রও বলা যাইতে পারে। আবার যদি (চ) বাসুদেবের পদ্মোপরি চক্রস্থাপনারূপ বিশেষত্বটুকু লওয়া যায় তবে বাসুদেবও বলা যাইতে পারে।

২। পাষাণের। প্রতিমূর্ত্তি তিন খানি। দুইটি সম্পূর্ণ, অপরটির হস্ত কয়টিই ভগ্ন। ইহাদের পার্শ্বচারিণী পদ্মহস্তা শ্রী ও বীণাহস্তা পুষ্টি থাকায় ইহাদিগকে (ঘ) বাসুদেব বলিয়াই নামকরণ করিলাম।

৩। পাষাণের। তিন খানি। দুখানি দণ্ডায়মান, এক-খানি গরুড়ারূঢ়। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে ইহাদের দুখানি করিয়া হাত পার্শ্বস্থিত স্ত্রী ও পুরুষমূর্ত্তির মস্তকে অবস্থাপিত। সূক্ষ্মরূপে (জ) বাসুদেবের সহিত না মিলিলেও ঐ স্ত্রী ও পুরুষ (জ) বাসুদেবে বর্ণিত স্ত্রীরূপিণী গদাদেবী ও পুংরূপ চক্রদেব, তাহা যেন স্বতই মনে হয় ; তাই উহাদের নামকরণ করিলাম (জ) বাসুদেব।

৪। পাষাণের। গরুড়ারূঢ়। দক্ষিণোর্দ্ধে গদা ও বামোর্দ্ধে চক্র স্পষ্ট দেখা যায়। দক্ষিণাধঃ ও বামাধঃ হস্তদ্বয়ে অস্পষ্ট পদ্ম এবং শঙ্খ। গরুড়ারূঢ় এই বিশেষত্বে ও গদা চক্রস্থাপনা মিলে বলিয়া ইহাকে (ক) বাসুদেব বলিলাম।

৫। পাষাণের। কেবল গরুড়ারূঢ় ও চতুর্ভুজ এই বিশেষত্বে ইহাকেও (ক) বাসুদেবই বলিলাম।

৬। পাষাণের। গরুড়ারূঢ় এই বিশেষত্বেই ইহাকে (ক) বাসুদেব বলিলাম।

দুই হইতে ছয় চিহ্নিত পাষাণ-মূর্ত্তিগুলি কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এক-চিহ্নিত পিত্তল-মূর্ত্তি ব্যতীত সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় নিম্নলিখিত দুই প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। প্রদ্যুম্ন বা কেশব

৮। ত্রিবিক্রম

প্রথমটি পিত্তলের। পরিমাণে মাত্র ৫½″ × ৩″। এই ক্ষুদ্র-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান এবং ইনি দক্ষিণাবর্ত্তে পদ্ম শঙ্খ চক্র ও গদা ধারণ করিয়া আছেন। ইঁহার সহচারিণী দুইটি স্ত্রী-মূর্ত্তির মধ্যে একটি বীণা-ধারিণী অপরটি চামরগ্রাহিণী। পদ্মাদিস্থাপনানুসারে ইঁহার নামকরণ করিতে হইলে পদ্মপুরাণানুসারে ইঁহাকে প্রদ্যুম্নও বলা যায়, আবার কেশবও বলা যায়। অগ্নিপুরাণ এরূপ মূর্ত্তিকে কেশবই বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় ত্রিবিক্রমের মূর্ত্তি; সাহিত্য-পরিষদে এই শ্রেণীর মূর্ত্তি ছয়টি সংগৃহীত আছে, সকলগুলিই পাষাণনির্ম্মিত। তন্মধ্যে তিনটি শ্রীযুক্ত দীঘাপতিয়ার রাজাবাহাদুর বরেন্দ্র অঞ্চল হইতে, দুইটি পরিষৎ-সম্পাদক উত্তর রাঢ় হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; ষষ্ঠমূর্ত্তি কলিকাতা বৌবাজারে দত্তমহাশয়দেব বাটীতে ছিল, সেখান হইতে পরিষৎ উপহার পাইয়াছেন। সকলগুলিই প্রদক্ষিণানুসারে অগ্নি ও পদ্মপুরাণানুযায়িক পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ ধারণ করিয়া আছেন। সকলগুলি দণ্ডায়মান। সকলেরই সহচারিণী চামরগ্রাহিণী ও বীণাবাদিনী দণ্ডায়মানা দুইটি করিয়া স্ত্রীমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে চারিটি বেশ অক্ষত; অপর দুইটির একটির দক্ষিণাধঃ ও অপরটির দক্ষিণাধঃ, বামোর্দ্ধ ও বামাধঃ হস্ত ভগ্ন। এরূপ ভগ্নহস্ততাসত্ত্বেও উহাদিগকে পদ্ম গদা চক্র শঙ্খধারী বলিয়াই মনে করিবার বেশ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি অক্ষত মূর্ত্তির চিত্র দেওয়া গেল।

পরিশিষ্ট

আমি অনন্তশায়িনী কোন বিষ্ণুমূর্ত্তির উল্লেখ করি নাই। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য প্রমাণ গ্রন্থগুলিতে ঐরূপ কোন উল্লেখ নাই। বলিতে ইচ্ছা করি না যে অনন্তশায়িনী বিষ্ণুমূর্ত্তি অপ্রামাণিক। প্রমাণ কতটুকুই বা সংগ্রহ করা হইয়াছে! তা ছাড়া কলিকাতা যাদুঘরে ঐ জাতীয় একটি মূর্ত্তি বিদ্যমান থাকায় কেন যে এতগুলি প্রমাণগ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাইলাম না তজ্জন্য বিস্মিত হইতে হয়। যখন সশরীরে উহাকে পাইয়াছি, তখন এই 'বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়' গ্রন্থে উহার স্থান পাইবার যোগ্যতা আছে।

এ মূর্ত্তিখানি ইষ্টকের (terra cotta'র)। সর্পরূপী অনন্তের বিস্তৃত ফণার অন্তরালে মাথা রাখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অনন্তের শরীরের উপর অর্দ্ধশয়ানরূপে অবস্থিত। নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা সমুত্থিতরূপে পরিদৃশ্যমান। সম্মুখে মুদ্গর হস্তে পুরুষদ্বয় দণ্ডায়মান। ইহার পরিমাণ ১৯″ × ৯″ × ২″.৭৫।

এখানি পাওয়া গিয়াছে ভিতরগাঁও নামক গ্রামে। ভিতরগাঁও কানপুরসহরের বিংশতি মাইল দক্ষিণ। জেনেরাল্ কানিংহাম ইংরাজী ১৮৮২ সালে যাদুঘরে ইহা প্রদান করেন। কানিংহামের মতে কুলপুর নামক কোন এক প্রাচীন নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানই এই ভিতরগাঁও অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ গ্রাম। ভিতরগাঁওর পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মি মন্দির,—আছে; উক্ত জেনেরাল বলেন উত্তরভারতে ইহাই একমাত্র প্রাচীন ইষ্টকমন্দির। এই মন্দিরের সাত আট ফিট্ উচ্চে আড়াই ফিট্ পরিমিত একটি চতুষ্কোণ প্রদেশে স্থিত বিবিধ ইষ্টকমূর্ত্তির মধ্যে

ইহা অন্যতম, কানিংহাম সাহেব ইহার নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিয়া ইহাকে বুদ্ধগয়ার প্রাচীন ইষ্টক মন্দিরের রচনার সমসাময়িক অনুমান করিয়াছেন। সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে বা তাহারও কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ইহার প্রথম আবির্ভাব (আর্কিওলজিকল্ সর্ভে রিপোর্ট বালাম ১১ পত্র ৪০—৪৬)। কানিংহাম্ সাহেব যখন দেখেন তখন মন্দির দণ্ডায়মান থাকিলেও ইহার অনেক অংশ পড়িয়া গিয়াছিল।

ভিতরগাঁওর মন্দিরটি অত প্রাচীন কালের হইলে সেই মন্দিরস্থিত এই অনন্তশায়িনী বিষ্ণু-মূর্ত্তিও সেই সপ্তম বা তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীর হয়।

গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরের প্রাঙ্গণে অনন্তশায়িনী কয়েকটি বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলি সকল বিষয়ে পূর্ব্ববর্ণিত মূর্ত্তির অনুরূপ; প্রভেদের মধ্যে এই যে এ গুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ও ভিতরগাঁওমূর্ত্তির অনেক পরবর্ত্তী। বিষ্ণুপদ মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থিত মূর্ত্তিগুলি বাঙ্গালার পালবংশের অধিকারকালে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। শতবর্ষ পূর্ব্বে ডাক্তার বুকানন হামিল্‌টন্ এইরূপ মূর্ত্তির চিত্র তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন আধুনিক গ্রন্থে উক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির চিত্র বা বিবরণ নাই।

কলিকাতা যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, আমার এই প্রবন্ধের জন্যই গ্রন্থে চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তিগুলির ফটোগ্রাফ প্রস্তুত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। গয়ার মূর্ত্তিগুলিরও বিবরণ তাঁহার নিকটেই পাইয়াছি।

সমাপ্ত।

১। ত্রিবিক্রম, উপেন্দ্র অথবা বাসুদেব (চ.

২। প্রথম—বাসুদেব (ঘ)

২। দ্বিতীয়—বাসুদেব (ঘ)

২। তৃতীয়—বাসুদেব (ঘ)

৩। প্রথম—বাসুদেব (জ)

৩। দ্বিতীয়—বাসুদেব (জ)

৩। তৃতীয়—বাসুদেব (জ)

৪। বাসুদেব (ক)

৫। বাসুদেব (ক)

৬। বাসুদেব (ক)

৭। প্রদ্যুম্ন অথবা কেশব।

৮। ত্রিবিক্রম।